গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিভিল সার্জনের কার্যালয়, সিলেট।
E-mail:sylhet@cs.dghs.gov.bd

সিলেট জেলার সেপ্টেম্বর, ২০২৩ইং মাসে অনুষ্ঠিত স্বাস্থ্য বিভাগীয় মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরনী ঃ

সভাপতি ঃ ডাঃ মনিসর চৌধুরী, সিভিল সার্জন, সিলেট।
তারিখ ঃ ১৯/০৯/২০২৩ ইং সময় ঃ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান ঃ ইপিআই হল রুম, সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংরক্ষিত।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে সংরক্ষিত।

ডাঃ মনিসর চৌধুরী, সিভিল সার্জন, সিলেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সিভিল সার্জন মহোদয় সভায় অংশগ্রহনকরী সকলকে স্বাগত জানিয়ে সকলের সাথে পরিচিত হন। অতপর মাসিক সভার কার্যক্রম শুরু করেন। শুরুতেই গত মাসের সভার কার্যবিবরনী পাঠ করে শোনানো হয় এবং তাহা অনুমোদিত হয়। অতঃপর নিম্ন বর্নিত বিষয় ভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের দায়িত্ব
১	এইচএসএস আলোচনা এবং মনিটরিং মিটিং	সভাপতি মহোদয় নিজ নিজ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনি যে কয়দিন যে প্রতিষ্ঠানে বহাল থাকবেন তাহার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে হবে। আমাদের হয়তো সীমাবদ্ধতা আছে তার মধ্যে থেকেও কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, আপনারা ম্যানেজার না হয়ে নেতা হন এবং সবার সাথে লিয়াজো রেখে কাজ করলে সফল হবেন তাহলে আমরা আগাতে পারব। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা সিভিল সার্জন মহোদয়ের সাথে এগ্রিমেন্ট করেছেন এবং ইহার মধ্য হইতে কতটুকু কাজ করতে পেরেছেন তা খতিয়ে দেখতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এগুলোর সেবা ঠিকমত দিচ্ছে কিনা, কমিউনিটি ক্লিনিক পরিচালনা কমিটির সবার সাথে এমনকি উপজেলা চেয়ারম্যানগণের সাথে বসে ছেন কি না ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার ফিল্ড স্টাফের সাথে বসে সভা করে ৪টি রেজুলেশন সহ জেলা সমন্বয় সভায় উপস্থিত হতে হবে। এমওডিসি-গণের গতমাসের ভিজিট সম্পর্কে জানতে চান এবং বলেন এমওডিসি যতদিন ভিজিট করবেন তাহলে অবশ্যই টি.এ বিল প্রদান করতে হবে। এমওডিসিগণ যাতে মাসে ৮-১০দিন মাঠে কাজ ভিজিট করেন। এমওডিসিগণকে ফিল্ডস্টাফ ও সিএইচসিপিগণকে নিয়ে সভার আয়োজন করে সে সভার রেজুলেশন জেলায় প্রেরণ করতে হবে। এমওআইসিটিগণকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্টাফদেরকে নজর দারিতে আনতে হবে এবং তাহা রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। আরএমওগণ সপ্তাহে না পারলেও মাসে অন্তত এক দিন স্টাফদের নিয়ে সভা করে তাহার প্রমান হিসাবে রেজুলেশন তৈরী করে রাখতে হবে। এমপিডিএসআর এর কমিটির নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান। এই সভা করলে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা প্রতিদিন অন্তত এক বার হলেও পুরো ক্যাম্পাস পরিদর্শন করবেন। হাসপাতালের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে সমন্বয় করে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধিতে সকলকে উদ্যোগী হতে হবে। সকল উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তাগণের ইনোভেশন থাকতে হবে। নিজ নিজ মেধা কাজে লাগিয়ে কিভাবে সেবার মান উন্নত করার যায় তা আবিস্কার করতে হবে। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। প্রথম সভায় সবাইকে ধন্যবাদ। আমার চিন্তাধারার বাহিরেও আপনাদের নিজস্ব চিন্তাধারা থাকতে পারে তা কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। আপনারা যেভাবে এগুচ্ছেন ভাল করতেছেন আগামীতে আরোও ভালো করার প্রত্যাশার আহবান জানান। স্বাস্থ্য শিক্ষার কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয়া হয়। মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন বায়োমেট্রিক হাজিরা আগষ্ট/২৩ইং ৮৩.৮৪% মোটামোটি ভালো, এইচএসএস স্কোরিং-এ গোলাপগঞ্জ মোটামোটি ভাল যার স্কোরিং-৭৯। বাকী অন্যান্য উপজেলা এর নীচে রয়েছে। সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন উপজেলায় পরিসংখ্যানবিদ ও অন্যান্যদের নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। প্রতি উপজেলায় একজন এমও(আইসিটি) নির্বাচন করতে হবে এবং তাদের নেতৃত্বে পরিসংখ্যানবিদগণ মাসের ৩-৭ তারিখের মধ্যে সকলে রিপোর্টিং করবে নিয়মিতভাবে ইউজার ফি জমা দিতে হবে। ডেপুটি সিভিল সার্জন স্যার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ফিজিক্যাল এসেসমেন্ট ইতিমধ্যে সুনামগঞ্জ জেলায় শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে আমাদের সিলেট জেলায় ২/৩ উপজেলায় অনুষ্ঠিত হবে। উপজেলা পর্যায়ে এ্যাম্বুলেন্স এর ইউজার ফি ও এক্স-রে এর ইউজার ফি সঠিক ভাবে জমা হচ্ছে কি না। সভাপতি মহোদয় ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই	১। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (সকল), সিলেট। ২। মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রন) সকল, সিলেট। ৩। প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ৪। প্রতিনিধি, ইউনিসেফ। ৫। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ইপিআই (সকল), সিলেট। ৬। পরিসংখ্যানবিদ (সকল), সিলেট।

		জমাদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। আপাতত সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার ও জৈন্তাপুর উপজেলা নির্ধারিত হয়েছে। কাজেই এই দুই উপজেলাকে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ৯টি উপজেলায় এক্স-রে চালু করার ব্যবস্থা করেছিলাম সেটার বর্তমান অবস্থা জানা দরকার। ৪টি উপজেলায় ওটি চালুকরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।	
২	বৈকালিক সেবা	বৈকালিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়য়ে আলোচনায় দেখা যায় যে, সিলেট জেলায় মোট ৬টি উপজেলায় বৈকালিক স্বাস্থ্য সেবা চলমান রয়েছে সেগুলো হল গোলাপগঞ্জ, বিশ্বনাথ, দক্ষিন সুরমা, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, বিয়ানীবাজার উপজেলা। অন্যান্য উপজেলায় এ সেবা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পাবলিক হেলথ নার্সকে প্রত্যেক উপজেলায় সিনিয়র স্টাফ নার্স/মিডওয়াইফাইগনের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে পরিদর্শন কাজ চালিয়ে যেতে হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তাগণের পক্ষ হইতে বিশ্বনাথ উপজেলার স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডাঃ দেলোয়ার হোসেন আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন উপজেলা ওয়ারী প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করে নিয়ে আসলে ভালো হবে। সভাপতি মহোদয় আগামীতে কমপক্ষে ২টি উপজেলার প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসার অনুরোধ জানান।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (সকল), সিলেট। ২। মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রন) সকল, সিলেট। ৩। প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ৪। প্রতিনিধি, ইউনিসেফ। ৫। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ইপিআই (সকল), সিলেট। ৬। পরিসংখ্যানবিদ (সকল), সিলেট।
৩	এইচইডি	সভায় উপস্থিত এইচইডি প্রতিনিধি বলেন বালাগঞ্জের অবশিষ্ট কাজকর্ম শেষ করতে একটু সময় লাগবে। আশা করি ১৫ দিনের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে। ওসমানীনগর উপজেলার স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা জানান ডেপুটি সিভিল সার্জন সারের নির্দেশে একটি করে ৭টি বিল্ডিং এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষন করে আমাদের অবজারভেশন দিয়েছি এগুলো সমাধান হলেই আমরা রিসিভ করে নিব। সভাপতি মহোদয় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ওসমানীনগরের সাথে সমন্বয় করে হাসপাতালের বিল্ডিং সমূহ বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এইচইডিকে অনুরোধ জানান।	
৪	ইপিআই	বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এসএমও ডাঃ মোহাম্মদ ফজলুল কাদের আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন ইপিআই স্টক আউট এর কারনে অনেক শিশু বাদ পড়ে গেছে, এজন্য সবাইকে ড্রপ আউট তালিকা করে টিকাদানে নিশ্চিত করতে হবে। এইএফআই এবং এএফপি Weekly passive surveillance report উপজেলা থেকে পাঠানো হয় না। যা নিয়মিত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং নিশ্চিত করে এসওই পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।	
৫	ইএমওএনসি	সব উপজেলায়ই ভালো হয়েছে তবে দক্ষিন সুরমা ১টি ডাটা এন্টি হয় নাই।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (সকল), সিলেট। ২। মেডিকেল অফিসার (রোগ নিয়ন্ত্রন) সকল, সিলেট। ৩। প্রতিনিধি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ৪। প্রতিনিধি, ইউনিসেফ। ৫। মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ইপিআই (সকল), সিলেট। ৬। পরিসংখ্যানবিদ (সকল), সিলেট।
৬	এএফপি	বালাগঞ্জ এখনও এএফপি শুন্য। সভাপতি মহোদয় এএফপি কেস খুজে বের করার উদ্যোগ গ্রহনের অনুরোধ জানান। এএফপি রিপোট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মিজেলস আউটব্রেক নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বছর ২টি আউটব্রেক আছে। বেশীরভাগ উপজেলা হইতে বিশ্ব টিকাদান দিবসের খরচের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। সভাপতি মহোদয় আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে সিভিল সার্জন অফিসে পাঠানোর জন্য নির্দেশনা দেন।	
৭	মেটারনাল ডেথ/নিউ নেটাল ডেথ	মেটারনাল ডেথ সঠিকভাবে রিভিউ হয় নাই। সিলেট জেলায় এপর্যন্ত মোট মাতৃ মৃত্যু-৪০, যাহা অত্যান্ত বেশী বলে সভাপতি মহোদয় মন্তব্য করেন। বিভিন্ন উপজেলায় কেন সবকয়টি ডেথ রিভিউ হয় নাই তাতে সভাপতি মহোদয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মোট শিশু মৃত্যু ৯৪।	
৮	এক্স-রে ওটি আলট্রাসনোগ্রাম	স্থানীয় আদেশ এর মাধ্যমে যে উপজেলায় রেডিওগ্রাফার নেই, সেখানে রেডিওগ্রাফার দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। ৯টি উপজেলাতে এক্স-রে মেশিন চালু রয়েছে। গোয়াইনঘাট শীঘ্রই চালু করবে। কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাতে সপ্তাহে একদিন এক্স-রে করতে হবে। বিশ্বনাথ, বিয়ানীবাজার, দক্ষিন সুরমা, গোলাপগঞ্জ সার্জারী হচ্ছে। জৈন্তাপুরে ১ সপ্তাহের মধ্যে চালু হবে। ফেঞ্চুগঞ্জ এবং কোম্পানীগঞ্জ শীঘ্রই চালু করবে। খাদিমপাড়া হাসপাতালকে ওটি চালুর জন্য আরও কাজ করতে হবে। গোলাপগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, বিশ্বনাথে আলট্রাসনোগ্রাম চালু রয়েছে। জকিগঞ্জ ১ সপ্তাহের মধ্যে চালু করতে পারবে। এসওএমসিএইচ-এ প্রয়োজনে মেডিকেল অফিসারদের ২ সপ্তাহের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে।	

সর্বশেষে সিভিল সার্জন মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে আগামী মাসের মাসিক সভায় কমিউনিটি ক্লিনিক, নিউট্রেশন সহ আরো স্লাইডের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য চলমান সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি সাধনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডাঃ মনিসর চৌধুরী)
সিভিল সার্জন, সিলেট

স্মারক নং-সিএসএস/ষ্টেনো/সভা/২০২৩/ ২৭৮১/৬৫ তারিখঃ ২২/১০/২০২৩ ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
২। পরিচালক, প্রশাসন/ইপিআই/এম আই এস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৪। উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, সিলেট।
৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
৬। ডেপুটি সিভিল সার্জন, সিলেট।
৭। সিনিয়র কনসালটেন্ট, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, সিলেট/জুনিয়র কনসালটেন্ট, বক্ষ ব্যাধি ক্লিনিক/কুষ্ঠ হাসপাতাল, সিলেট।
৮। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা......................(সকল), সিলেট/ তত্ত্বাবধায়ক, ৩১ শয্যা বিশিষ্ট খাদিম পাড়া হাসপাতাল, সিলেট।
৯। মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস/মেডিকেল অফিসার, ডিআরএস/রোগ নিয়ন্ত্রণ, সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট।
১০। সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার/জুনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস, সিলেট।
১১। বিভাগীয় কোঅর্ডিনেটর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সিলেট / ফিল্ড ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার, ইউএনএফপিএ।
১২। ডিভিশনাল টিবি এক্সপার্ট, সিলেট ডিভিশনাল, এনটিপি।
১৩। জেলা স্বাস্থ্য তত্ত্বাবধায়ক/ জেলা ইপিআই সুপারঃ/জেলা পাবলিক হেলথ নার্স/জেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর/ওয়ার্কশপসুপারঃ/ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার/ অত্রাফিস।

(ডাঃ মনিসর চৌধুরী)
সিভিল সার্জন, সিলেট।